সাধারন মানুষের প্রতিবিম্ব একুশ।

একুশ পত্রিকার সমস্ত ছবির স্পন্সর: লতিফা খান শিউলী
রিভারসাইড ক্যালিফোর্ণিয়া ফ্রাঞ্চাইজী

visit us: www.Ekush.info

Federation of Bangladeshi Associations in North America
FOBANA

ফোবানা ২০০৭ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

আপনারা সবাই আমন্ত্রিত

ফেডারেল বিল্ডিং-এর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২ আগস্ট, ২০০৭, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্ণিয়া শেখ হাসিনার মুক্তির দাবীতে ফেডারেল বিল্ডিং-এর সামনে পোস্টার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই প্রথম প্রবাসী বাংলাদেশী ফেডারেল বিল্ডিং-এর সামনে মূলধারার মাঝে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বলে প্রকাশ। উক্ত বিক্ষোভ প্রদর্শনীতে লস এঞ্জেলেস প্রবাসী বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাঁতারু মোশাররফ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

একুশ-এর সাথে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে লস এঞ্জেলেস পুলিশ ডিপার্টমেন্টের (LAPD) কমান্ডিং অফিসার ফর দি চীফ অব পুলিশ টেরী এস হারা বাংলাদেশ কমিউনিটির সাথে নিবিড়ভাবে সরাসরি সহযোগীতার লক্ষ্যে একুশের অংশগ্রহণ কামনা করেন। ছবি-একুশ

একুশ জেনারেশন -২ এর প্রস্তাবনা

একুশ ডেস্ক

গত ৫ জুলাই, ২০০৭, বৃহস্পতিবার গ্রিফিথ পার্কে এক মনোরম পরিবেশে (বাংলা পাঠশালার সৌজন্যে) একুশ জেনারেশনের দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সেই অধিবেশনে একুশ-এর লেখক, কবি ও সাহিত্যিকদের সমাবেশ ঘটে। একে একে সকলেই একুশ নিয়ে কথা বলেন, সমালোচনা করেন এবং প্রগতি অগ্রযাত্রার প্রস্তাব ও পরিকল্পনার কথা উত্থাপিত হয়। একুশের পক্ষ থেকে দু'টি প্রস্তাব আলোচিত হয়।

১). আগামী ঈদ উপলক্ষে একুশ পাঠক সমাজের জন্য 'একুশ ঈদ মেলা'-র আয়োজন করা। এই অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র একুশ-এর পাঠক সমাবেশ থাকবে। আমরা পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পাঠকদেরকে আহ্বান জানাবো। যারা প্রকৃত আগ্রহী ও হিতাকাংখী পাঠক এবং যোগাযোগের মাধ্যমে আমন্ত্রণপত্র সংগ্রহ করবেন, তারাই শুধুমাত্র সেই সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কারণ আসন সংখ্যা থাকবে সীমিত। সুধী সমাজ বা সুশীল সমাজের মতো একুশ তাদের 'পাঠক সমাজ' নামে সচেতন সমাজ গড়ে তুলতে যাচ্ছে। যারা একুশ-এর চিন্তা-চেতনা ও সমাজ সচেতনতার সাথে এক মত হয়ে কমিউনিটির কল্যাণে সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা করতে আগ্রহী। একুশ-এর একটিই উদ্দেশ্য, ''একজন প্রবাসী হিসাবে আমরা প্রবাসী কমিউনিটির জন্য, স্বদেশের মানুষের জন্য এবং এ দেশের মূলধারার জন্য কি করতে পারি'' ? এই চিন্তা ও চেতনাকে নিয়ে একুশ সামাজিকতায় জনস্বার্থে কাজ করায় বদ্ধ পরিকর। এই প্রকল্পের বাইরে কমিউনিটির মধ্যে কেউ যদি ভ্রান্তিমূলক কর্মকান্ড করেন একুশ তাদের কথাও নির্ভীকভাবে তুলে ধরে। একুশ কোন দল বা পক্ষের নয়। একুশ কমিউনিটির মানুষের জন্য নির্মিত বা প্রতিষ্ঠিত। অতএব, প্রকৃত পাঠক সমাজই একুশ-এর শক্তি।

২). একুশ আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী থেকে উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে সম্মানজনক কমিউনিটি প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব ব্যক্ত করে। বাংলাদেশী প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন স্তরে সর্বমোট ৫টি 'উত্তর আমেরিকার একুশ পদক' হিসাবে প্রদান করা হবে। তার জন্য কানাডা ও আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে ১/২জন বুদ্ধিজীবি মানুষদের নিয়ে পদক নির্বাচন কমিটি গঠন করা হবে। তাদের অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গদের ভোটের মাধ্যমে প্রতি বছর বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে পদক প্রদান করা যেমন -শিক্ষার ক্ষেত্রে, নতুন প্রজন্মের সংস্কৃতির উপর, সমাজ কল্যাণ ও বিজ্ঞান। আগামী একুশ-এর পদক প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের পাঠক সমাজের পরামর্শ আমাদের পাথেয় হবে।

আগামীতে একুশ-এর লেখক, সাংবাদিক ও পাঠকদের নিয়ে ঈদ পুনর্মিলনীর মাধ্যমে সৃষ্টি হবে একুশ কালচার যেখানে নতুন ও নতুনত্ব দিয়ে নির্মিত হবে একুশ কালচার। আপনাদের চিন্তা-চেতনার ফসল।

একুশ জেনারেশন -২
অধিবেশনে কে কি বললেন:

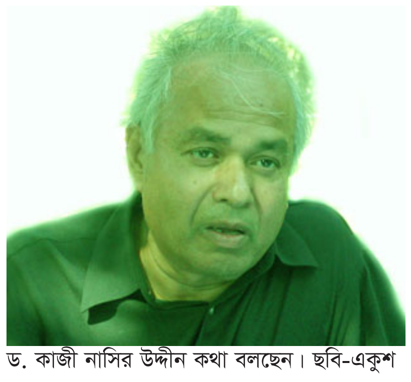

ড. কাজী নাসির উদ্দীন কথা বলছেন। ছবি-একুশ

একুশ জেনারেশন -২ অধিবেশনে গোলকৃতভাবে বসে থাকা লেখক সমাবেশে প্রত্যেকেই তাদের মতামত ও সমালোচনা স্বচ্ছন্দে ব্যক্ত করার জন্য আহ্বান জানালেন একুশ-এর সম্পাদক কাজী মশহুরুল হুদা। বক্তব্য শুরু হয় মামুন রিয়াজী থেকে। অভিজ্ঞতার আলোকে রেহানা সুলতানা জানান যে, তিনি একুশ পত্রিকা অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে তাদের কাছ থেকে ভূয়সি প্রশংসা শুনেছেন। সৈয়দ এম হোসেন বাবু ফোবানায় আমন্ত্রণকে কেন্দ্র করে ছবি ছাপা নিয়ে কিছু মানুষের সমালোচনাকে উত্থাপন করে বলেন, এ ধরণের চিন্তা-ভাবনা অসুস্থ মনের পরিচয় বহন করে। ফারহানা একুশ জেনারেশনের একজন হতে পেরে নিজেকে গর্বিতবোধ করেন। চাঁদ সুলতানা বলেন, সাহিত্যের অংশ আরও বেশী হওয়া উচিত। তিনি নতুন প্রজন্মদের জন্য একুশ-এ জায়গা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করেন এবং ছড়া লেখার জন্য ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেওয়ার কথা বলেন। রোকসানা নাসরিন একুশ ডিস্ট্রিবিউশনের উপর জোর দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান এবং একুশ জেনারেশনকে সে ব্যাপারে এগিয়ে আসার কথা বলেন। লতিফা খান শিউলি বলেন, একুশ-এর মান ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। বাইরেও পত্রিকার প্রশংসা ও কদর বাড়ছে বলে তথ্য পরিবেশন করেন।

রেহানা সুলতানা বলেন, তিনি বাংলাদেশ যাওয়ার সময় একুশ পত্রিকা দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মন্তব্য ব্যক্ত করে বলেন, প্রবাস জীবনে লন্ডন থেকে এতো উন্নত মানের পত্রিকা প্রকাশ হতে দেখেননি। কাজী রহমান একুশ-এতে নতুন প্রজন্মের জন্য পাতা বের করার কথা বলেন। মাসে একবার এ ধরণের পাতায় তাদের লেখা বাংলা অথবা ইংরেজীতে হোক, তা প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের ছেলেমেয়েদের চিন্তা-ভাবনা ও চেতনা জানার ও তুলে ধরার সুযোগ ঘটবে। অধ্যাপিকা হামিদা আকতার, মিজানুর রহমান সকলের সাথে সুর মিলিয়ে একুশ-এর প্রশংসা করেন। ডঃ নাসিরউদ্দীন বলেন যে আমি প্রথম দেখাতেই একুশকে ভালোবেসে ফেলেছি। সবচেয়ে বেশী ভালো লেগেছে এই কারণে যে একুশ-এ লেখা দিয়ে লেখার স্বাধীনতা অনুভব করেছি। আমার চিন্তার বহিঃপ্রকাশের প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি। অনেক জায়গায় লেখা দিয়েছি, তারা ডিকটেশন দিয়েছে, লেখার উপর সেন্সর করেছে কিন্তু একুশ মানুষের চেতনার প্রতিফলন দেখানোর সুযোগ দেওয়ার জন্য একুশ কর্মকর্তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ রইলো।

মামুন রিয়াজী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত লালু ভাইয়ের সাহায্যার্থে হায়দারের অনুষ্ঠান কিভাবে করলেন সে কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রবাসে এ ধরণের দৃষ্টান্তমূলক কাজের ভেতর দিয়ে মানুষের উপকার করা উচিত। ইসমাঈল হোসেন বলেন, ইন্টারনেটের যুগে আমরা ইন্টারনেটে প্রথমে পত্রিকা পড়ে ফেলি। সেখানে রংগীন অবস্থায় দেখে ভীষণ ভালো লাগে কিন্তু হার্ডকপি যখন সংগ্রহ করি তখন সাদা-কালো দেখে মনঃক্ষুন্ন হয়। আমরা চাই রংগীন একুশ দেখতে। পরিশেষে পাবলিশার্স ও চীফ এডিটর জাহান হাসান সকলকে প্রশংসা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে একে একে সকলের বক্তব্যকে রিভিউ করেন এবং ইসমাঈল হোসেনের রংগীন একুশ-এর জের ধরে বলেন, আমরাও রংগীন একুশ প্রকাশ করতে চাই। আর সেক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। তিনি জনাব ইসমাঈল হোসেনকে আগামী তিন মাসের জন্য বিজ্ঞাপনদাতা হিসাবে একুশ-কে রংগীন আঙ্গিনায় বের করার জন্য স্পন্সর হওয়ার আহ্বান জানান। পৃ.৭

লস এঞ্জেলেসের মারামারি সমূহ

একুশ ডেস্ক

একুশ-এর জন্মলগ্ন থেকে আমরা ''লস এঞ্জেলেসের মারামারি সমূহ'' নামে একটি কলাম শুরু করেছিলাম এবং দীর্ঘ সময় যাবত তা চালু ছিল। কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই কলাম শুরু করা হয়েছিলো এবং যখন যেখানেই কমিউনিটির মানুষ এ ধরণের ঘটনা ঘটিয়েছে, তখনই তা আমরা তুলে ধরে সমালোচনা করেছি ; ঘটনার কারণ সমূহ নিয়ে বিশ্লেষণ করেছি যাতে কমিউনিটির মধ্যে সাম্যের ও ঐক্যের সৃষ্টি হয়। দেখা গিয়েছিল মুষ্টিমেয় কতগুলো কমিউনিটির মানুষ নিয়মিত নিজেদের মধ্যে মারামারি, ঝগড়া-ফ্যাসাদ ঘটিয়ে থাকে। মূল কারণ উদঘাটন করে যে সূত্র আমরা অনুধাবন করেছি তাহলো পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি, মনোবৃত্তি, মনোভাবের অভাব হেতু প্রবাসেও দেশের মতো উগ্রতা বিরাজ করে। বিদেশ বিভূঁইয়ে বসে একে অপরের সাথে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারি না। এ দেশের কঠিন আইন জানা সত্ত্বেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক কিছুকে পরোয়া করি না। নতুন প্রজন্মের দিকে লক্ষ্য রেখেও আমরা সংযত আচরণ করতে পারি না। ..পৃ..৩

বর্তমান আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন একজন খুনের আসামী

লস এঞ্জেলেস প্রবাসী সাতারু মোশাররফের বক্তব্য

একুশ রিপোর্ট

সম্প্রতি নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত কোন এক সংবাদ সম্মেলনে স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সাতারু মোশাররফ হোসেন খান উক্ত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতি হিসাবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার এবং গ্রেফতারের সময় তার সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করার প্রতিবাদে তিনি দেশের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করলে দেশে ও বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জেনারেলরা সংবিধান স্থগিত না করে, মার্শাল ল' জারি না করে, সংবিধানের সুস্পষ্ট পথ লংঘন করে দেশে রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে নয় রাজনীতির বিরুদ্ধে এবং আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে।

জনাব খান একুশের এডিটরকে টেলিফোনে বলেন, বর্তমান আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন একজন খুনের আসামী। পৃ...২

রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবসে একুশের আয়োজন

একুশ রিপোর্ট

বাংলা সাহিত্যের প্রাণ পুরুষ ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৬৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত হয় গত ৫ আগস্ট, গ্রীফিথ পার্কে। একুশ জেনারেশনের পক্ষ থেকে এ মহাপ্রয়াণ দিবস উদযাপিত হয়। এ আলোচনায় অংশ নেন জাহান হাসান, কাজী মশহুরুল হুদা, সৈয়দ এম হোসেন বাবু, মামুন রিয়াজী, কাজী রহমান, মিজানুর রহমান, চাঁদ সুলতানা মাহবুব, লতিফা খান শিউলি, রেহানা আলম, হামিদা আখতার ও ইসমাইল হোসেন প্রমুখ।

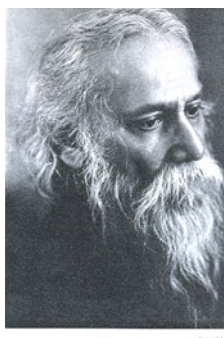

আলোচনাকালে ইসমাইল হোসেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ''রবীন্দ্রনাথ এমন একজন সাহিত্যিক যিনি তাঁর কর্ম দিয়ে, লেখনি দিয়ে চিরকাল বাঙালির হৃদয়ে বেঁচে থাকবে। নতুন প্রজন্ম ও আধুনিক সাহিত্যিক সবার হৃদয়ে সমানভাবে দোলা দেয় রবীন্দ্র সাহিত্য''। চাঁদ সুলতানা মাহবুব আলোচনায় বলেন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের মহাপুরুষ, তাঁকে আমাদের প্রতিটি বাংলা সাহিত্য প্রেমিকদের স্মরণ করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চর্চার শুরু হয় কবিতা দিয়ে। কিন্তু সাহিত্যের সব কটি শাখাতেই তাঁর বিচরণ ছিলো সমান তালে। কাজী রহমান রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উক্তি " গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল, বন্ধু তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ", বাক্যটি উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুপ্রীতির কথা বলেন। ৫ আগস্ট আর্ন্তজাতিক বন্ধুদিবসও বটে। সাহিত্য নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জাহান হাসান।

"Death is not the extinguishing of the light, but the blowing out of a candle because the dawn has come." —*Rabindranath Tagore*

রবীন্দ্রনাথের গানে অভিন্ন ঐক্যের সুর মূর্চ্ছনায় উপমহাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। গত ২৯শে জুলাই, রেডান্ডো বীচে ভেদান্ত সোসাইটি অব সাউদার্ণ ক্যালিফোর্নীয়া আয়োজিত কালচারাল হারমোনী অনুষ্ঠান ।ছবি-একুশ

আপনার সুইমিং পুল পরিস্কার রাখুন

ভ্যালীতে ওয়েস্ট নাইল ভাইরাসের প্রকোপ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে

একুশ নিউজ মিডিয়া ঃ আগস্ট ১২, ২০০৭

সান ফার্ণান্ডো ভ্যালীর প্যানোরমা সিটি এলাকায় এ পর্যন্ত প্রায় ১৭টি ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। গ্রেটার লস এঞ্জেলেস কাউন্টি ভেক্টর কন্ট্রোল অফিসের সূত্রে জানা গেছে যে ৯১৪০২ জিপ কোড থেকে ১৭ জন এবং অন্যান্য জিপ কোড থেকে আরো দুইজন ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। মশার মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায়। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে রোগীর জ্বর, মাথা ব্যাথা, অবসাদের উপসর্গ দেখা যায়। এ বছর ৫ জন মারা গেছে এই ভাইরাসের আক্রমণে। তার সবগুলিই ক্রেন কাউন্টিতে। কর্তৃপক্ষ বাড়ির মালিকদের ফ্রন্ট লন, পরিস্কার গার্বেজ রাখার সময়ক্ষণ এবং পুল পরিস্কারের নির্দেশ দিয়েছেন। পুল যদি পরিস্কার না থাকে তাহলে ১০০০ ডলার ফাইন গুনতে হবে।

বাংলা পাঠশালার বার্ষিক বনভোজন

নিজস্ব প্রতিনিধি:

গত ৫ আগস্ট, ২০০৭, রবিবার বাংলা পাঠশালা লস এঞ্জেলেস প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জনাব মফিজুর রহমান গ্রিফিথ পার্কে এক বনভোজনের আয়োজন করেন। মনোরম পরিবেশে সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলে বনভোজনের বিভিন্ন আনন্দ উপকর্ন। আনন্দ উপকর্নের বিষয়বস্তু ছিলো বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলা বিষয়ক প্রতিযোগিতা। ১). ছেলে মেয়েদের দৌড় ২). বাচ্চাদের ও মহিলাদের মিউজিক্যাল বালিশ ৩). ঝুড়িতে মহিলাদের বল ছোঁড়া ৪). পুরুষদের মিনি পোস্টে প্যানাল্টি স্ট ও র‌্যাফেল ড্র। অনুর্ধ ছয় (৬) বছর বয়স দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউফ, দ্বিতীয় ফাতিমা, তৃতীয় তাহসিন, চতুর্থ জিসান। বালিকাদের ছয় (৬) থেকে আট (৮) বছর বয়স দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম সামিহা, দ্বিতীয় তাবাসসুম, তৃতীয় মিশা, চতুর্থ নাভিহা। বালিকাদের আট (৮) থেকে দশ (১০) বছর বয়স দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম সোহরাহ, দ্বিতীয় ইসু, তৃতীয় সুসমা, চতুর্থ নাভা। ছেলেদের আট (৮) থেকে দশ (১০) বছর বয়স দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম টিমথী, দ্বিতীয় জিসান, তৃতীয় কাসফি। বালিকাদের দশ (১০) থেকে পনেরো (১৫) বছর বয়স দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম অন্তরা, দ্বিতীয় বেনতাল, তৃতীয় মনিকা, চতুর্থ বিজয়া। ছেলেদের দশ (১০) থেকে পনেরো (১৫) বছর বয়স দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম ওয়াহিদ, দ্বিতীয় সৈকত, তৃতীয় রাব্বি, চতুর্থ ইয়েন।

মেয়েদের মিউজিক্যাল বালিশ প্রতিযোগিতায় প্রথম অন্তরা, দ্বিতীয় ইসু, তৃতীয় বেনতাল, চতুর্থ লুৎফা। মহিলাদের মিউজিক্যাল বালিশ প্রতিযোগিতায় প্রথম খায়ের ভাবী, দ্বিতীয় ইয়েনের আম্মা, তৃতীয় রেজওয়ানের আম্মা, চতুর্থ মফিজ ভাবী। মহিলাদের ঝুড়িতে বল ছোঁড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম রেজওয়ানের আম্মা, দ্বিতীয় খায়ের ভাবী, তৃতীয় ইয়েনের আম্মা, চতুর্থ টিমথীর আম্মা। পুরুষদের মিনি পোস্টে প্যানাল্টি স্ট প্রতিযোগিতায় প্রথম ফরিদ, দ্বিতীয় শাহ আলম, তৃতীয় মুজিব, চতুর্থ সিরাজ। র‌্যাফেল ড্র প্রতিযোগিতায় প্রথম জিসানের আম্মা দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ লিটন ও শিউলী। খেলাধূলার সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন আব্রাহাম শফিক, মিলি ভাবী এবং শাহ আলম। খেলাধূলার শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাংলা পাঠশালার ব্যাবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ এম হোসেন বাবু, জনাব শাহ আলমের সৌজন্যে।

পিকনিক শেষে বিগত এক বছরে বাংলা পাঠশালাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে মনোগ্রাম সম্মান সনদ তুলে দেন। যথাক্রমে বাংলা পাঠশালার অভিভাবক কমিটির প্রধান জনাবা মিলি পাক্ষিক একুশ-এর প্রধান সম্পাদক জনাব জাহান হাসানের হাতে তুলে দেন বাংলা পাঠশালার মনোগ্রাম সম্মান সনদ। বাংলা পাঠশালার শিক্ষিকা শামিমা আক্তার জনাব মুজিবুর রহমানের হাতে তুলে দেন বাংলা পাঠশালার মনোগ্রাম সম্মান সনদ। বাংলা পাঠশালার সভাপতি জনাব কাজী মশহুরুল হুদা মূলধারার কর্ণধার জনাব ইসমাইল হোসেনের হাতে তুলে দেন বাংলা পাঠশালার মনোগ্রাম সম্মান সনদ। বাংলা পাঠশালার পরিচালক জনাব আব্রাহাম শফিক, শফিকুর রহমান খসরুর হাতে তুলে দেন বাংলা পাঠশালার মনোগ্রাম সম্মান সনদ।

বাংলা পাঠশালায় আপনার অনুদান প্রবাসে বাংলা ভাষার সম্প্রসারন করবে